মানুষ

চরিত্র

আব্বা

আম্মা

ফবিদ

জুলেখা

শিশু

লোকটা

এবং লোকজন

বড় শোবার ঘর। ডান দিকে একটা খাট একটু কোণাকুণি করে রাখা। মশারি ওঠানো। বামে মাঝারি রকমের টেবিল, তাতে শেড দেয়া ল্যাম্প, পাশে টেলিফোন। দু-একটা অতিরিক্ত বসবাব জায়গা। একদিকে গোসলখানার দরজা, অন্যপাশে গরাদহীন কাঁচেব বড় জানালা।

পর্দা ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে, দূবে, বহু কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি বন্দেমাতরম। এবং একটু কাছে প্রচণ্ড আল্লাহু আকবব বব' এই দুই চিৎকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে দেখা দেবে, বদ্ধ জানালাব কাঁচের মধ্য দিযে, দূরে লকলকে আগুনেব শিখা, নীল আকাশকে রক্তিমাভ করে কাঁপছে।

ঘবের মধ্যে চাবজন লোক ও একজন অসুস্থ শিশু। খাটের ওপব বর্ষীয়সী আম্মাজান আধশোয়া অবস্থায় শিশুকে আস্তে আস্তে বাতাস কবছেন। আবছা আলোতে আম্মাজানেব ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখ এক অদ্ভুত বিষাদভরা গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। শিশুব অন্য পাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কিশোরী জুলেখা। মাথার ওড়নাব এক অংশ ঝুলে মাটিতে পড়ে গেছে, লক্ষ্য নেই। ঘামে কপালেব গুঁড়ো চুল গালে গলায় লেপ্টে আছে। অসহনীয় আতংকে কাঠ হয়ে দাঁড়িযে আছে। চোখে ভয়ার্ত অর্থহীন চাহনি। টেবিলেব সামনে খাটের দিক পেছন ফিবে, কোমবের পেছনে দুহাত মুঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন আব্বাজান। নিশ্চল নীরব। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টেবিলেব ল্যাম্পেব সহস্র আলোবশ্মির কেন্দ্রস্থলে। যেন ভেতরের কোনো অশান্তি বিক্ষুব্ধ হিংস্র অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিষ্পেশিত কবে তবে তিনি সুস্থরূপ ধাবণ কববেন। টেবিল ল্যাম্পেব সংকীর্ণ আলো-পরিসীমার মধ্যে ফাঁপানো সাদা দাড়ি আর কপালেব গভীর বেখা জ্বলজ্বল করছে। দ্বিতীয ছেলে ফরিদ নিশাচব কোনো পশুর মতো সন্তর্পণে সামনে পায়চাবি কবছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে। চোখেমুখে প্রতিহিংসাব ছায়াবাজি।

দূরে ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম, তিনবাব। হাজার কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো হুংকাব। তারপবই, তীব্র অন্ধকার ছিন্নভিন্ন কবে পাল্টা আহ্বান, আল্লাহু আকবব!

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।

আব্বা : আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবব!

জুলেখা : আব্বাজান! আব্বাজান'

আব্বা : কী! ভয় পেয়েছিস, না! ভীরু কোথাকার! ইমানের ডাক শুনে আঁৎকে উঠেছিস ? চুপ। কাঁদিস না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শোন আবাব' আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। বল্, ভয় লাগে এখনো'

জুলেখা : না।

আব্বা : ভেবেছিলি আমি পাগল হয়ে গেছি, না ? কেন ? জীবনে অনেক লোককে মরতে দেখেছি, চোখের সামনে। শ্বাস বন্ধ হয়ে, চোখ উল্টে দিয়ে, জিব বার করে, গলগল করে রক্ত বমি করে কত সুস্থ মানুষকে মরতে দেখেছি। কৈ কোনোদিন তো উন্মাদ হয়ে যাইনি।

আম্মা : (ফরিদকে) হাসপাতালে আরেকবার ফোন করে দেখবি ?

ফরিদ : লাভ নেই। ওরা মোর্শেদ ভাইয়ের বর্ণনা টুকে রেখেছে। কোনো সংবাদ পেলে আমাদের ফোন করে জানাবে বলেছে।

জুলেখা : মোর্শেদ ভাই আমার জন্য বই কিনতে বেরিয়েছিল। মোর্শেদ ভাইকে আমি কেন যেতে বললাম।

আব্বা : চুপ, চুপ নালায়েক মেয়ে! আদরের দেমাক করিস না অত। তুই, তুই কে ? মোর্শেদকে বাইরে পাঠাবার না পাঠাবার তুই কে ? যিনি পাঠাবাব তিনিই পাঠিয়েছেন। মালাউনের ছুরির খোঁচায় মরণ, ওর তকদিরে লেখা ছিল এমনি মওত! আজ রায়ওট হবে জানলেই যেন তুই সব রাখতে পারতি'

ফরিদ : আব্বা.

আব্বা : কি তোমারও ভয় হচ্ছে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি! আমি ভুলে গেছি বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়!

ফরিদ : হাসপাতাল থেকে ওরা এখনো কোনো খবব দেয়নি, আপনি মিছেমিছি ওসব কথা কেন ভাবছেন ?

আব্বা : হাসপাতাল!' ওরা তোমার ভাইকে ছুরি মেরে কোলে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে, না ? ওগো শুনেছ তোমার ছেলের কথা ? আমি জানি মোর্শেদকে এতক্ষণে ওরা কী করেছে। আমি জানি।

ফরিদ : আব্বাজান, আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করে শুয়ে পড়ুন।

আব্বা : চুপ করে শুয়ে থাকব ? কেন ? ওরা আমার ছেলেকে কেটে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুল চাকবাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপ্টে ওর গাঢ় মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।

জুলেখা : ভাইয়া, আব্বাকে চুপ করতে বল।

আব্বা : কে, কে আমাকে চুপ করাবে ? তোরা মরে গেছিস।' তোরা চুপ কবে থাক। তোরা ওব ভাই নয়, বোন নয়। তোরা ওর কেউ নস। তাই তোরা চুপ করে আছিস। আমি ওর বাপ—

আম্মা : জুলেখা!

জুলেখা : আম্মা।

আব্বা : আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মণ্ডুকে কাঁসার থালায়

সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই তাই দেখে বাহবা দিচ্ছে, ফুর্তির খাতিরে মুঠো মুঠো টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলাকাটা লাশের—

আম্মা : খো দা আ!

আব্বা : কে, কে খোদাকে ডাকল ?

ফরিদ : আম্মা, আম্মা কথা বলছ না কেন ? খোকার দিকে আংগুল দিয়ে কী দেখাচ্ছ ?

জুলেখা : ভাইয়া, খোকা যেন কেমন হযে গেছে। নড়ছে না। মুখের শিরাগুলো কী রকম নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

আব্বা : দেখি, দেখি। আমায় দেখতে দাও। জুলি অমন ঝুঁকে পড়ে রইলি কেন! পানি, একটু পানি নিয়ে আয়।

(জুলি গ্লাস থেকে চামচে পানি ঢালে)

ফরিদ, তুমি একবার হাসপাতালে, ডাক্তার, যে-কোনো ডাক্তারকে একবার খবর দাও। যত টাকা লাগে দেব, সে যেন দেরি না কবে সোজা এখানে চলে আসে।

ফরিদ : তাতে কোনো ফল হবে না আব্বা। আরো দুবার ফোন করেছি, এই দাংগার ভেতর জীবন বিপন্ন কবে কোনো ডাক্তার আসতে রাজি নয়।

আব্বা · কেউ আসবে না ? কেউ নয ? সবাব জীবনের মূল্য আছে, শুধু আমার ছেলেটার নেই ?

জুলেখা : আব্বা, খোকা পানি খাচ্ছে না। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে সব গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

ফরিদ : আব্বা আমি যাই।

আব্বা : কোথায় ?

ফরিদ : ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

আব্বা : না না। তুই যেতে পারবি না। তুই আমার চোখের সামনে থাকবি। কোথ্থাও যাবি না। আমি বুঝেছি, ওরা আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার পাঁজরের হাড় একটা একটা করে খুলে নিয়ে আমাকে যন্ত্রণায় উন্মাদ করে মেবে ফেলতে চায়। আমি দেব না। আমি তোমাদেব কাউকে হারাব না। বুনো চিতাব মতো ওরা নিঃশব্দে ওত পেতে ছিল। আমার মোর্শেদ, অসহায়, নির্দোষ, শক্তিহীন—

(নিচের দরজায় ঘা পড়ে)

কে, কে ? দরজা কে ধাক্কা দিচ্ছে ? তাহলে মোর্শেদকে ওরা মেরে ফেলতে পারেনি! মোর্শেদ ফিরে এসেছে, আমার মোর্শেদ বেঁচে আছে, সে আমায় ডাকছে। তোমরা কেউ ওকে, মোর্শেদ, মোর্শেদ—

(দরজায় আবো জোরে আঘাত)

ফরিদ : আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। স্থির হয়ে বসুন। আমি দরজা খুলে দেখছি কে এসেছে। জুলেখা তুই আব্বার কাছে এসে বোস। আমি এক্ষুণি দেখে আসছি।

(প্রস্থান)

আব্বা : জানিস জুলি, খোদার রহমত আছে আমার ওপর। এখনই দেখবি মোর্শেদ ছুটে ওপরে আসবে। ওর হাসিব শব্দে এ ঘব কলকল কবে উঠবে। খোকার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, সমস্ত পৃথিবী শান্ত সুন্দব হয়ে চারদিক আলোকিত করে রাখবে।

(ফরিদেব প্রবেশ)

ও-কী, তুই একলা কেন ? মোর্শেদ, মোর্শেদ কোথায় ?

ফরিদ : মোর্শেদ ভাই নয়, পাড়ারই একটি লোক এসেছিল খবর দেয়ার জন্য। আমাদের এলাকায় একটা হিন্দু গুণ্ডা নাকি ঢুকেছে, সাবধানে থাকতে বলল। একটু আগে বশিব উকিলেব ছাদে কে ওকে দেখেছে। অন্ধকাবে ছাদ টপকে কোথায় পালাল কেউ ঠিক ঠাহব কবতে পাবল না।

আব্বা : বশিব উকিলেব বাড়ির ছাদে ?

ফবিদ : হ্যাঁ। আমি বাইরে যাচ্ছি। দলবল নিয়ে সবাই খুঁজতে বার হবে। আমিও যাচ্ছি।

আব্বা : তুই যাবি ?

ফরিদ : চুপ কবে বসে থাকব ? আমি যাচ্ছি। (ড্রয়াবে হাত দেয) পিস্তলটা রইল। হাতের কাছে বাখবেন। আমি এই ছোবাটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

জুলেখা . ভাইয়া, তুমি যেও না।

আব্বা : ছোবা ? ছোরা কেন ? ছোবা দিয়ে তুই কী করবি ?

ফরিদ : আমার ভাইযেব কাটা মাথা যাবা ফেবি করে বেড়াতে পাবে তাদের বিরুদ্ধে ছোবা তুলতে আপনি আমায় নিষেধ করেন আব্বাজান ? দুধের কচি শিশুকে যারা হত্যা করতে হাতিয়ার তুলে ধরেছে, সে সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে ছোরা হাতে নিয়েছি বলে আপনি শিউবে উঠলেন ? আপনাব সম্ভ্রান্ত বনেদি রুচিকে কদমবুছি। আমি যাই, দোযা কববেন।

(প্রস্থান)

(আব্বাজান নিশ্চল। জুলেখা আব্বাজানকে আঁকড়ে ধবে থাকে। আম্মা, খোকাকে বাতাস করছেন ? হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর শিশুর কণ্ঠরুদ্ধ আর্তনাদ।)

জুলেখা : আম্মা, আম্মা খোকা অমন ছটফট করছে কেন ? খোকার কী হয়েছে আম্মাজান ?

আব্বা : আমি অনেক গুণাহ্ কবেছি খোদা, আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। যত খুশি যন্ত্রণা আমায় দাও, আমি কোনো নালিশ জানাব না। মোর্শেদ যদি

তোমার কাছে কোনো দোষ করে থাকে, তাকে শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেব, একটুও প্রতিবাদ জানাব না। কিন্তু ঐ কচি শিশু, নিষ্পাপ, নিষ্কলংক, মায়ের কোল থেকে এখনো পৃথিবীতে নামেনি, ও তো কোনো অপরাধ করেনি, তুমি কোন ইনসাফে ওকে শ্বাস বন্ধ করে মারতে চাও' ওকে মুক্তি দাও, শান্তি দাও, রেহাই দাও— বাঁচাও, বাঁচাও, ওকে তুমি বাঁচাও খোদা!

(দুহাতে মুখ গুঁজে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। আম্মাজান নিশ্চল। জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদে)।

(হঠাৎ পেছনের কাঁচের জানালার ওপর, বার থেকে, কোনো ভারি জিনিসের কয়েকটা আঘাত পড়ে। একটা কাঁচ ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পড়ল।)

আব্বা : কে ?

(হাত দিয়ে পিস্তল চেপে ধরেন)

(ভাঙ্গা কাঁচের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ছিটকিনি খুলে, জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করে এক যুবক। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পের স্বল্পালোকে দেখা গেল লোকটার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি।)

আব্বা : (কাঁপা হাতে পিস্তল তুলে) কে, কে তুমি ?

লোকটা : আমি— মানুষ।

আব্বা : মানুষ ?

লোকটা : মানুষ, হিন্দু।

আব্বা : বশির উকিলের বাড়ির ছাদে ওরা, তাহলে তোমাকেই দেখেছিল ?

লোকটা : হয়তো। হঠাৎ দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে ভাবিনি। বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনে। গিয়ে আর বেরুতে পারিনি।

আব্বা : এখন বেরুলে কোন সাহসে ?

লোকটা : আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। বেরিয়েছি বাধ্য হয়ে। বন্ধুর সাহসে কুলালো না, আমায় জায়গা দেয়। বন্ধুকে ছেড়ে তাই ছাদ টপকে বেরিয়ে পড়লাম, নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

আব্বা : বন্ধুর বাড়ির চেয়ে এটা বেশি নিরাপদ এ আশ্বাস তোমায় কে দিয়েছে!

লোকটা : আমি আশ্রয় দাবি করছি না, প্রার্থনা করছি। অন্য উপায় নেই।

আব্বা : বাইরে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলে, এ ভুল তুমি করতে না।

জুলেখা : আব্বা, আব্বা, তোমার হাত কাঁপছে। গুলি ছুটে যেতে পারে'

আব্বা : (একটু একটু করে এগুতে থাকে) যখন তুমি হয়তো জানালা ভেঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকেছ, ঠিক তখনই হয়তো তোমার কোনো পরম

আত্মীয় আমার বড় আদরের ছেলে মোর্শেদকে ছুরির মাথায় গেঁথে নাচাচ্ছে, বিলাসী বেড়াল যেমন অসহায় ইঁদুরকে নখের আঁচড়ে একটু একটু করে কুরে কুরে মারে। আর আমার খোকা—

(খোকা ও মায়ের আর্তনাদ। বেদনাযুক্ত, ভয়ার্ত)

লোকটা : ও-কী ? উনি ও-রকম করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লেন কেন ?

জুলেখা : আব্বা, আব্বা, খোকা জানি কেমন করছে ?

লোকটা : খোকার কী হয়েছে ? অসুখ ?

আব্বা : হ্যাঁ, অসুখ। মরণ-অসুখ! গত আধঘন্টা থেকে ছটফট করছিল, এখন হয়তো শান্তি লাভ করল।

লোকটা : কী কবছেন আপনি ? দেখি, জায়গা ছাড়ুন, পিস্তলটা সবিয়ে একটু পথ দিন। আমি দেখছি।

আব্বা : তুমি, তুমি ? তুমি কী দেখবে ? ওহ্ বুঝেছি, তোমাদের এখনো আশ মেটেনি। আমার খোকাকে বুঝি নিজ হাতে নিয়ে যেতে ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।

লোকটা : আপনি অপ্রকৃতিস্থ। সরে দাঁড়ান।

(সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে নীরবে এগিয়ে গিয়ে লোকটা খোকার পাশে বসে। হাতে কালো ব্যাগটা খুলে ডাক্তারি সরঞ্জাম বাব কবে পরীক্ষা করতে থাকে।)

ভয়ের কোনো কারণ নেই মা। খুব সময়মতো এসে পড়েছি। কণ্ঠনালীব উদ্বৃত্ত মাংসপিণ্ড হঠাৎ ফুলে গিয়ে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমি একটা উত্তেজক ওষুধ দিচ্ছি। আর একটা ইনজেকশন দেব। সব এক্ষুণি ভালো হয়ে যাবে। কিছু ভাববেন না।

আব্বা : ইন্‌জেকশান ?

(লোকটা চামচ দিয়ে ঔষধ খাওযাবে। স্পিরিট দিয়ে তুলো ভিজিয়ে সুঁচ সেঁকে নেয়। সংলাপ চলতে থাকে। কখনো জুলেখা, কখনো আব্বা, কখনো আম্মা লোকটাকে টুকটাক সাহায্য করে)

লোকটা : এই যন্ত্রগুলো দেখে অন্তত আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি এখনো পুরোদস্তুর পেশাদার ডাক্তার হইনি। সবেমাত্র পাশ কবেছি। বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম, রোগী দেখতে। আশা করিনি এক রাতের মধ্যেই দু-দুজন রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। (ইনজেকশন ঠিক করে নেয়) এখন আর কোনো ভয় নেই মা। দেখবেন ভাইটি আমার এখনই খলখল কবে হেসে উঠবে।

আব্বা : বাঁচবে, না ? কোনো ভয় নেই, না ? খোদা, অপরিসীম তোমাব করুণা, তুমি এ গুণাহ্‌গারের ডাক শুনেছ! অবুঝ শিশুর ওপর কি আর তুমি ইনসাফ না করে পার ! তোমার শোকর গুজারী করি!

লোকটা : আমায় একটু হাতধোয়ার সাবানজল দিতে হবে।

আব্বা : এসো, আমার সঙ্গে এসো। এই দিকে বাথরুমে চল।

(আব্বা ও লোকটার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় দ্রুত করাঘাত ও ফরিদের চিৎকার : জুলেখা, জুলেখা!)

জুলেখা : আস্‌ছি ভাইয়া।

ফরিদ : (নেপথ্যে) শিগ্‌গির, দরজা খোল শিগ্‌গিব।

জুলেখা : আম্মা, ভাইয়া যদি—

আম্মা : কোনো ভয় নেই। তুই দরজা খুলে দে।

(জুলেখা বেরিয়ে যায়। ও একটু পবেই উত্তেজিত ফরিদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

ফরিদ : আম্মা, আব্বাজান কোথায় গেলেন ?

আম্মা : গোসলখানায়। কেন, কী হয়েছে ?

ফরিদ : সে হিন্দুটাকে নাকি, আমাদের বাড়িব ছাদের খুব কাছেই কোথাও একবাব দেখা গিয়েছিল। সবাই সন্দেহ কবছে, ও নিশ্চয়ই আমাদেব বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আম্মা : বলে দাও, নেই।

ফরিদ : ওরা বিশ্বাস করতে চায না। একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। আমার হাতের ছুরি ওদের দেখিয়েছি— কসম কেটে বলেছি, আমি মোর্শেদ ভাইয়ের ছোট ভাই। তার রক্তক্ষরণের জবাব দিতে আমি কসুর কবব না।

আম্মা : আমার ঘরের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে বাইরের লোককে এখানে খানাতল্লাসী চালাতে আমি কখনো অনুমতি দেব না। বলে দাও, আমরা পাহারা দিচ্ছি, এ বাড়িতে কেউ ঢোকেনি।

ফরিদ : ওরা নিজেরা না দেখে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। ভদ্রলোকের কথায় ওরা বিশ্বাস করতে বাজি নয়। ওদের বাড়ি তল্লাস করতে না দিলে ওরা গোলমাল বাঁধাবে। বিপদ ঘটবে। সব বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আম্মা : বেশ। ওদের ডেকে নিয়ে এসো। খুঁজে দেখে যাক কাউকে বাব কবতে পারে কি না!

ফরিদ : আপনি তাহলে একবার অন্য ঘরে—

আম্মা : না, পর্দা করার জন্য আমি অন্য ঘরে যেতে পারব না। এখানেই থাকব। মশারিটা ফেলে দাও। আমি ভেতরে থাকব। আমি ছোট খোকার কাছে থাকব।

ফরিদ : (গোসলখানার পথে পা বাড়িয়ে) আমি তাহলে আব্বাকে ডেকে নিয়ে আসি।

আম্মা : না, না। তুমি বাইরে যাও। একটু পর ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে। আমরা ততক্ষণে ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি। যত খুশি এসে দেখে যাক, হিন্দু

খুঁজে পায় কিনা। জুলেখা তোমার আব্বাকে ডেকে দেবে। তুমি বাইরে যাও।

(বলতে বলতে আম্মা নিরুদ্বেগ চিত্তে মশারি ফেলছেন। গোসলখানার দরজা দিয়ে, লোকটার হাত ধরে, উত্তেজিত ভয়ার্ত আব্বাজানের প্রবেশ)

আব্বা : আমরা সব শুনেছি। এ তুমি কী করলে ? কেটে কুচি-কুচি করে ফেলবে। এঁকে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি! কিন্তু, কিন্তু—এঁকে আমি রক্ষা করবই। এঁকে আমি মরতে দেব না। এঁকে বাঁচাব। বাঁচাব হ্যাঁ। এই ধর আমাব পিস্তলটা মুঠ করে ধর। যে তোমাকে মারতে চাইবে তাকে মারবাব অধিকার তোমারও আছে। না লড়ে মরবে কেন'

আম্মা : (ভালো করে চাবপাশে মশারি গুঁজে দেয়) অত উত্তেজিত হয়ো না তুমি। আমি যা কবেছি, ঠিকই করেছি। (হাত দিয়ে নেড়ে টেবিল ল্যাম্পটার শেডটা ঠিক করে নেয়।) ডাক্তার, তুমি আমার সঙ্গে এসো। এই মশারির মধ্যে আমাব সঙ্গে থাকবে। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পের এই আলোর জন্য বার থেকে মশারির ভেতবেব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাবে না। ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দাও। তোমার কোনো ভয় নেই। শরীফ খান্দানের পর্দানশীন মহিলা আমি, মশারিব ভেতব থেকে একবার কথা বললেই যথেষ্ট, কেউ মশারি তুলে উঁকি দিযে দেখার প্রস্তাব কবতে সাহস করবে না।

লোকটা : মা!

আম্মা : দেবি কবো না। ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে এসো শিগগির'

(প্রথমে আম্মাজান, পরে লোকটা, মশাবির ভেতব অদৃশ্য হয়ে যাবে। আব্বা ও জুলেখা বাকহীন। ঘরে প্রবেশ করল ফরিদ, অনুসবণ কবে আরো কয়েকজন লোক। ঘরে ঢুকেই তারা বিনা ভূমিকায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এ দরজা দিয়ে যায়, ও দরজা দিয়ে আসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। কিন্তু সেই শব্দ এই অদ্ভুত পবিস্থিতির মানুষগুলোকে যেন একটু সচকিত কবে তুলছে না।)

আম্মা : (মশারির ভেতর থেকে) তোমরা কেউ ফোনটা ধরছ না কেন ? দেখ কে ডাকছে ? কী বলছে ? তোমরা কেউ ফোনটা ধর, হয়তো কেউ মোর্শেদের কোনো খবব জানাতে চাইছে।

আব্বা : ধবছি, আমি ধরছি। হ্যালো, ইয়েস, হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ আমি মোর্শেদের বাবা।

(কী যেন শুনলেন। চোখমুখ হঠাৎ শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে গেল। ফোনটা নামিয়ে রেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা গৃহতল্লাস শেষ কবে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময়—)

একজন : সব ঠিক আছে। কেউ নেই। সালাম সাহেব।

(সকলের প্রস্থান)

জুলেখা : আব্বা! তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে বয়েছ কেন ? আব্বা, কিছু বল। অমন কবে চেয়ে থেকো না, আমার ভয় করছে। আব্বাজান, ফোনে কে ডেকেছিল ? কী বলল ?

আব্বা : হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল।

ফবিদ : জুলি, আমার কাছে আয়। ভয় পাস নে, আব্বাজানকে অমনি থাকতে দে।

(আম্মাজান বেবিয়ে আসেন। মশারি তুলতে থাকেন)

ফবিদ : আম্মা ' এ কে ?

লোকটা : আমায় বলছ ভাই ? আমি মানুষ। (আম্মাকে) ছোট খোকাব আর কোনো ভয় নেই মা। দেখুন খেলতে শুরু করেছে। খোকাকে আমি দেখছি। আপনি (আব্বার দিকে ইঙ্গিত কবে) ওঁকে দেখুন।

(জুলেখা তখন ফরিদেব বুকে মাথা রেখে ডুকবে কাঁদছে। আব্বাজান তেমনি দাঁড়িয়ে বয়েছেন, চোখে উন্মাদেব দৃষ্টি! আম্মাজানেব শান্ত কালো চোখ আব্বাব মুখেব ওপব ন্যস্ত, একটু একটু করে তা পানিতে ভরে উঠছে। লোকটা ছোটখোকার মুখেব ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে।

(মঞ্চ আস্তে আস্তে অন্ধকার হতে থাকে ও ধীবে ধীবে পর্দা নেমে আসে)

[যবনিকা]